HADIYAH

মসজিদে নববী যিয়ারত করার শিষ্টাচার ও

المختصر في آداب زيارة المسجد النبوي و أحكامها

বাংলা

بنغالي

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংস্থার একাডেমিক কমিটি

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর।

অতঃপর:

মসজিদে নববী যিয়ারতের শিষ্টাচার এবং তার নিয়ম সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। এতে আমরা মসজিদে নববীতে একজন যিয়ারতকারীর কী কী প্রয়োজন তার বেশিরভাগই বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছি।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি এটিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালিস করে দিন এবং এর মাধ্যমে সমগ্র মুসলিমদের উপকৃত করুন।

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংস্থার একাডেমিক কমিটি

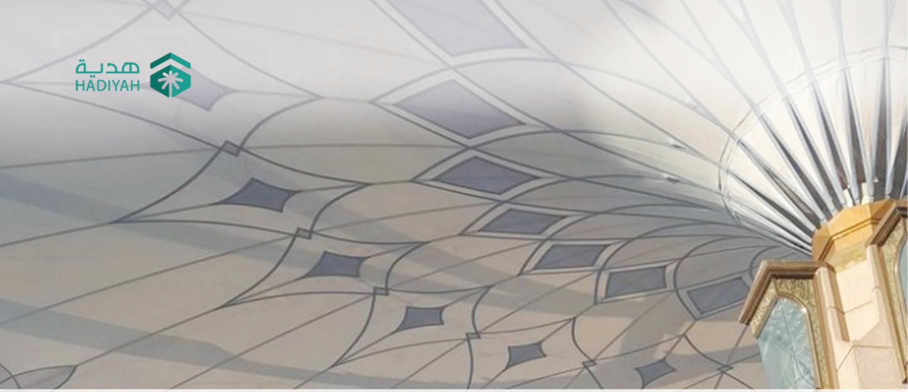

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
মসজিদে নববী যিয়ারত করার শিষ্টাচার
ও বিধান সম্পর্কে

1. নবী -সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ যিয়ারত করা মুস্তাহাব। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই এবং এটি হজের আনুষ্ঠানিকতার কোন অংশ নয়। পুরুষ বা মহিলা কোন হজযাত্রীর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর অথবা আল-বাকী (কবরস্থান) যিয়ারত করা বাধ্যতামূলক নয়।

2. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়, কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্যের সফর কবর যিয়ারতের জন্য হয় না, বরং এটি কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করো না: আমার এই মসজিদ, মসজিদুল হারাম এবং মসজিদুল আকসা"। সহীহ বুখারী (১১৮৯), মুসলিম (৮২৭), তবে শব্দগুলো মুসলিমের। মদিনা থেকে দূরে থাকা ব্যক্তির জন্য কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়, তবে তার জন্য মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয। তাই যখন সে সেখানে পৌঁছাবে তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এবং তার সাহাবীদের কবর যিয়ারত করতে পারবে। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর জিয়ারত করা মূলত তার মসজিদ যিয়ারতের অনুসঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

কোন মহিলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কবর যিয়ারত করা অথবা অন্য কারো কবর যিয়ারত করা জায়েয নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের উপর অভিশম্পাত করেছেন, যেহেতু তাদের কাছ থেকে বিলাপ, পর্দা লঙ্ঘন এবং ইসলামী শরীয়ার অন্যান্য বিধাানের লঙ্ঘন ঘটতে পারে। তবে, তাদের জন্য মসজিদ এবং অন্যান্য স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অধিক পরিমাণে দোআ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। সে যেখানেই থাকুক না কেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে তা পৌঁছে যায়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, আর আমার কবরকে ঈদ বা মেলায় পরিণত করো না এবং তোমরা আমার ওপর দুরূদ পাঠ করো। কারণ, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: "নিশ্চয় যমীনে আল্লাহর কিছু বিচরণকারী ফেরেশতা রয়েছেন, তারা আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেন।"

3. যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে, তখন মুস্তাহাব হল প্রবেশের সময় ডান পা সামনে রাখবে এবং বলবে: (اللَّهم افتح لى أبواب رحمتك) "হে আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও," যেমনটি সে অন্যান্য সমস্ত মসজিদে প্রবেশের সময় বলে থাকে।

4. মসজিদে নববীতে প্রবেশের কোন নির্দিষ্ট দোয়া নেই।

5. তারপর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে।

6. যদি সময়টি সালাতের নিষিদ্ধ সময় না হয়, তাহলে সে যত ইচ্ছা দুই রাকাত দুই রাকাত করে নফল সালাত পড়তে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার এ মসজিদে এক সালাত আদায় অন্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।” সহীহ বুখারী (১১৯০), মুসলিম (১৩৯৪)।

7 তার উচিত, সম্ভব হলে রিয়াযুল জান্নাতে সালাত পড়ার চেষ্টা করা - যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বার ও ঘরের মধ্যবর্তী স্থান-, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “**আমার ঘর ও মিম্বার-এর মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান।**” সহীহ বুখারী (১১৯৫), মুসলিম (১৩৯০) যদি সে তা করতে না পারে, তাহলে মসজিদের যেকোনো অংশে সালাত পড়ে নিবে। এটি জামাতের সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, জামাতের সালাতের ক্ষেত্রে ইমামের পাশে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো উত্তম। এই বিষয়ে বর্ণিত সাধারণ দলিলের কারণে।

৪ যদি সে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এবং তার দুই সাহাবীর কবর যিয়ারত করতে চায়:

তবে সে নবী- সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের - কবরের সামনে আদব ও ভদ্রতার সাথে এবং নিচু স্বরে দাঁড়াবে, তারপর তাকে সালাম দিবে এই বলে: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته) "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।" যদি সে বলে: (أشهد أنك رسول الله حقّاً◉ وأنك قد بلّغت الرسالة◉ وأدّيت الأمانة◉ وجاهدت فى الله حق جهاده◉ ونصحت الأمة◉ فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبياً عن أمته) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল, আপনি রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, আল্লাহর পথে যথাযথভাবে সংগ্রাম করেছেন এবং জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন, তাই আল্লাহ আপনাকে আপনার উম্মতের পক্ষ থেকে একজন নবীকে তার জাতির পক্ষ থেকে যে সেরা পুরষ্কার দেন তার চেয়ে উত্তম পুরষ্কার দিন," তাহলে কোন সমস্যা নেই।

তারপর একটু ডানদিকে গিয়ে আবু বকর সিদ্দিক - রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সালাম দিবে।

তারপর ডানদিকে একটু সরে গিয়ে উমর ইবনুল খাত্তাবকে সালাম দিবে। ইবনু উমর - রাদিয়াল্লাহু আনহুমা - যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দুই সাহাবীকে সালাম দিতেন, তখন তিনি সাধারণত (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আবু বকর, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমার পিতা আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক, এর চেয়ে বেশি বলতেন না। তারপর তিনি চলে যেতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কবরের পাশে এবং তার দুই সাহাবীর কবরের পাশে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বা দোয়া করা উচিৎ নয় । ইমাম মালেক এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন: এটি এমন একটি বিদআত যা পূর্বসূরীরা করেননি। আর এই উম্মতের পরবর্তী অংশ কেবল তখনই সংশোধিত হবে, যখন তারা সেই বিষয়গুলোকেই আঁকড়ে ধরবে, যা প্রথম যুগের মুসলিমদের সংশোধন করেছিল।

কিছু যিয়ারতকারী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে উচ্চস্বরে যা করেন এবং সেখানে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, তা শরীয়ত পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।*নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কন্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার"।

[আল-হুজুরাত: ২, ৩] অধিকন্তু তার কবরের পাশে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এবং ঘন ঘন সালামের পুনরাবৃত্তি করা তার কবরে ভীড়, অতিরিক্ত শব্দ এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ সৃষ্টি করে, এই সুস্পষ্ট আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন এটি তার পরিপন্থী। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থানেই তিনি সম্মানিত, তাই একজন মুমিনের উচিত তার কবরে এমন কিছু না করা যা ইসলামী শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

অনুরূপভাবে কিছু যিয়ারাতকারী ও অন্যান্য লোকের তার কবরের কাছে দুই হাত উঠিয়ে কবরের দিকে মুখ করে দু'আ করার চেষ্টা করা। এগুলো সবই সালাফে সালিহীন অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, তাদের প্রকৃত অনুসারী তাবেঈগণের আদর্শ বিরোধী, বরং এটা নতুন সৃষ্ট বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে কিছু যিয়ারতকারী তাকে সালাম জানানোর সময় নামাজরত মুসল্লির অবস্থার মত তার ডান হাত বাম হাতে রেখে বুকের উপর বা তার নীচে রাখে, এটাও শরীয়ত পরিপন্থী। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেওয়ার সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করাও জায়েয নয়। কারণ এটি এমন অবনমন, আত্মসমর্পণ ও ইবাদতের অবস্থা যা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই তাঁরই সামনে উপযুক্ত, যেমন হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ ফতহুল বারী গ্রন্থে আলিমদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

কারো জন্যই তার হুজরা স্পর্শ করা অথবা এটিকে তাওয়াফ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার প্রয়োজন পূরণ করা, অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করা ও এই ধরণের কিছু প্রার্থনা করবে না। কারণ এ সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না।

9 মদিনায় থাকাকালীন যিয়ারতকারীদের জন্য কুবা মসজিদ পরিদর্শন করা এবং সেখানে সালাত পড়া মুস্তাহাব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আরোহণ করে ও হেঁটে যেতেন এবং দুই রাকাত সালাত পড়তেন। সাহল ইবনু হুনাইফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করলো, অতঃপর কুবা মসজিদে এসে যেকোন সালাত আদায় করল, তার জন্য একটি উমরাহর সমান সাওয়াব রয়েছে।

10 পুরুষদের জন্য বাকীর কবরগুলো -মদিনার কবরস্থান-, উহুদেরর শহীদগণের কবর এবং হামযাহ রদিয়াল্লাহু আনহুর কবর যিয়ারাত করা সুন্নাত, যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কবর যিয়ারত করতেন ও তাদের জন্য দু'আ করতেন। অধিকন্তু তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ এগুলো তোমাদের পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" আর যখন তাদের কবর যিয়ারত করবে, তখন তা-ই বলবে, যেমনটি অন্যান্য কবর যিয়ারতের সময় বলে থকে: (السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية) "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে গৃহবাসী, মুমিন ও মুসলিমগণ। ইনশাআল্লাহ, আমরা তোমাদের সাথে যোগ দেব এবং আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা আগে চলে গেছেন এবং যারা পরে আসবেন তাদের উপর দয়া করুন। আমরা আমাদের এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি।"

11 নিঃসন্দেহে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো পরকালকে স্মরণ করা, মৃতদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি দয়া করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ অনুসরণ করা। এটিই শরীয়তসম্মত যিয়ারত।

هدية HADIYAH

12 পক্ষান্তরে তাদের কবরের কাছে দোয়া করা, অথবা তাদের মাধ্যমে বা তাদের মর্যাদার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা হল একটি নিন্দনীয় বিদআত, যা আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমোদন দেননি এবং নেককার পূর্বসূরীরা এমন করেননি। আর তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণ অথবা অসুস্থদের আরোগ্য করার জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকে এই বিষয়ে কিছু বানোয়াট হাদীস উপস্থাপন করছি, যাতে আপনি এগুলো জানতে পারেন এবং এগুলোর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকতে পারেন:

- এক: "যে ব্যক্তি হজ করল, কিন্তু আমাকে যিয়ারত করল না, সে আমার সাথে অসদাচরণ করল।"

- দুই: "যে ব্যক্তি আমাকে আমার মৃত্যুর পরে যিয়ারাত করল, সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায়ই যিয়ারাত করল।"

- তিন: "যে ব্যক্তি আমাকে এবং আমার পিতা ইবরাহিমকে একই বছর য়িয়ারত করল, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হলাম।"

- চার: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারাত করল, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হল।"

এই হাদীসগুলো এবং অনুরূপ হাদীসগুলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বলে প্রমাণিত হয়নি।
হাফিজ উকাইলি বলেন: এই বিষয়ে কোন বর্ণনা-ই বিশুদ্ধ নয়। হাফিজ ইবনু হাজার (আল-তালখিস) গ্রন্থে - এই হাদীসগুলোর বেশিরভাগ বর্ণনা উল্লেখ করার পর - বলেন: এই হাদীসের সকল সূত্রই দূর্বল।
হজ্জ অথবা ওমরার আগে বা পরে মসজিদে নববী যিয়ারত করা হজ্জ বা ওমরার সুন্নাত বা তার পূর্ণতার অংশ নয়। কারণ মসজিদে নববী পরিদর্শন করা সাধারণভাবে মুস্তাহাব; যদি হাজী বা ওমরাহ পালনকারী সেখানে না যান, তাহলে তাদের কোন পাপ নেই। আর হজ্জ বা ওমরাহ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারতের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, কারণ এগুলো পৃথক ইবাদত। কাজেই যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরাহ করে তার উপর মসজিদে নববী যিয়ারত করা আবশ্যক নয় এবং একইভাবে যে ব্যক্তি মসজিদে নববী যিয়ারত করে তার উপর হজ্জ বা ওমরাহ করাও ফরয নয়। যদি সে এক সফরে হজ্জ, ওমরাহ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারত একসাথে করে, তাহলেও কোন সমস্যা নেই।

মসজিদে নববী যিয়ারতের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলসমূহ:

1. বরকতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের সময় দেয়াল, লোহার দণ্ড স্পর্শ করা, জানালায় সুতা এবং অনুরূপ জিনিস বেঁধে রাখা।
বস্তুত বরকত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নির্ধারণ করেছেন তাতে নিহিত; বিদআতের মাঝে নয়।

2. উহুদ পাহাড়ের গুহায় যাওয়া, একইভাবে মক্কার হেরা গুহা ও সাওর গুহায় যাওয়া, সেখানে কাপড় বেঁধে রাখা এবং এমন দোয়া করা যা আল্লাহ অনুমতি দেননি এবং তা করতে গিয়ে কষ্ট সহ্য করা।
এগুলো সবই এমন বিদআত পবিত্র শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই।

3. এগুলো সবই এমন বিদআত পবিত্র শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। কিছু স্থান পরিদর্শন করা যা তারা দাবি করে যে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান, যেমন মাবরাকুন নাকাহ (উটনীর বসার স্থান), বীরে খাতাম, অথবা বীরে উসমান এবং বরকতের আশায় এই স্থানগুলো থেকে মাটি নেওয়া।

4. বাকি কবরস্থান ও উহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করার সময় মৃতদের নিকট দোয়া করা এবং তাদের নৈকট্য লাভ ও তাদের দ্বারা বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে সেখানে টাকা ছুঁড়ে মারা।

এগুলো গুরুতর ভুল। বরং, বড় শিরকের একটি রূপ, যেমনটি আলিমগণ উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা নির্দেশিত। কারণ ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং এর কোনটিই অন্য কারো জন্য উৎসর্গ করা জায়েয নয়, যেমন দোয়া করা, কুরবানী করা, মানত করা ইত্যাদি। দলীল আল্লাহ তায়ালার এই বাণী: "আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।" [আল-বায়্যিনাহ: ৫]

আল্লাহই অধিক অবগত, আর আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, তার পরিবার ও তার সকল সাহাবীর ওপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 3

মসজিদে নববী যিয়ারত করার শিষ্টাচার ও বিধান সম্পর্কে 3

هدية
HĀDIYAH

The Encyclopedia of Ar-Rahman's Guests

Selected material for Pilgrims and Um-rah teaching it in languages of the world.